০২ অক্টোবর, ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

০২ অক্টোবর, ২০০৩ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে কর্তৃপক্ষের ৭৭তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত আছে।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান সভার কাজ শুরু করতে নির্বাহী পরিচালক-কে অনুরোধ জানান। সভাপতির সম্মতিক্রমে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ০৪/০৯/২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যসবেক'র ৭৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত কার্যবিবরণীর উপর বোর্ডের কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ যমুনা সেতু ব্যবহারকারী হিসাবে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল)-এর জন্য ট্যারিফ হার নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক যমুনা সেতু ব্যবহারকারী গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল)-এর ট্যারিফ হার নির্ধারণের বিষয়টি সভায় পেশ করেন। তিনি জানান যে, যমুনা সেতু নির্মাণে মোট ৩৮৮৬.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, তন্মধ্যে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৬০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৪ সাল হতে সুদে আসলে বছরে ৯৫.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে যথেষ্ট অর্থ প্রয়োজন। সেহেতু এ সেতু হতে পর্যাপ্ত আয় উপার্জন করা অপরিহার্য। গ্যাস সংস্থা ব্যাতিরেকে সেতু ব্যবহারকারী অন্যান্য সংস্থার উপর ট্যারিফ হার ইতোমধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। সেতু ব্যবহারকারী গ্যাস সংস্থার ট্যারিফ নির্ধারণকল্পে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ০৮/০৭/০৩ তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে জিটিসিএল-এর সর্বশেষ সভা অনুষ্টিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিটিসিএল ডিসেম্বর ১৯৯৯ হতে জুন ২০০০ ইং পর্যন্ত যমুনা সেতুতে স্থাপিত পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রবাহিত গ্যাসের প্রাপ্ত হুইলিং চার্জ এর ২.৫% হারে এবং ২০০০-০১, ২০০১-০২, ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ পর্যন্ত প্রতি অর্থ বছরের জন্য সর্বসাকুল্যে টাকা ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ মাত্র ট্যারিফ হার নির্ধারিত হয়। তাছাড়া ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর হতে প্রবাহিত গ্যাসের প্রাপ্ত বর্ধিত হুইলিং চার্জের উপর ২.৫% হারে ট্যারিফ প্রদানে গ্যাস সংস্থা উক্ত সভায় সম্মতি জ্ঞাপন করে।

এ বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, জিটিসিএল বর্তমানে লোকসান দিচ্ছে, যার আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশী। সেহেতু উক্ত সংস্থার পক্ষে ২০০৫-২০০৬ সাল হতে হুইলিং চার্জের উপর ২.৫% ট্যারিফ প্রদান সম্ভব নয়। অপরপক্ষে বছরে ৩০.০০ লক্ষ টাকা হারে ট্যারিফ প্রদান বাস্তবসম্মত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। সেতু ব্যবহারকারী গ্যাস সংস্থার ট্যারিফ আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে সভাপতি মত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

যমুনা সেতু ব্যবহারকারী গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ-এর ট্যারিফ হার নির্ধারণের বিষয়টি ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BDM-76_56

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ নিজস্ব অর্থায়নে সেতু ভবন ২(দুই) তলা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক নিজস্ব অর্থায়নে সেতু ভবনের দ্বিতীয় তলা বর্ধিতকরণের বিষয়টি সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকা সড়ক সার্কেল ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও হতে ২৬ জুলাই, ২০০১ তারিখে 'সেতু ভবন' বনানীতে স্থানান্তর করা হয়। এই সেতু ভবন ১৪ তলা (২টি Basement+12 Storied) পর্যন্ত নির্মাণের জন্য ভিত্তি (Foundation) স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ২টি Basement সহ ৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১,২৪১.০০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলা যবসেক এবং ২য় তলা এবং ১ম তলার কিছু অংশ Dhaka Transport Coordination Board (DTCB) ভাড়ায় ব্যবহার করছে। যার ফলে কর্তৃপক্ষের জনবলের জন্য প্রয়োজনীয় Office Space সংকুলান করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তিনি আরও জানান যে, সাম্প্রতিক সেতু কর্তৃপক্ষ মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬ষ্ঠ চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু নির্মাণের জরিপ কাজ পরিচালনা করছে এবং একই সাথে Japan International Co-operation Agency (JICA) Study Team পদ্মা সেতুর Feasibility Study কাজ শুরু করেছে। Memorandum of Understanding (MOU) বিধান অনুযায়ী JICA বিশেষজ্ঞ দলের Office Space এর জন্য গুলশানে একটি বাসা ভাড়া করা হয়েছে; যার মাসিক ভাড়া ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টাকা। JICA বিশেষজ্ঞ দল প্রায় ২ (দুই) বৎসর ধরে পদ্মা সেতুর Feasibility Study পরিচালনা করবে। যমুনা সেতুর নির্মাণ অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা বলা যায় যে, উক্ত ২ (দুই)টি সেতু নির্মাণকালীন সময় কর্তৃপক্ষের জনবল বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও Panel of Expert-দের জন্য অফিসের স্থান দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য আরও Office Space প্রয়োজন হবে। কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেতু ভবনের সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা প্রয়োজন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যোগাযোগ মন্ত্রাণালয়ে ৮/১২/২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় সেতু কর্তৃপক্ষকে তাদের নিজস্ব অর্থায়নে সেতু ভবনটির সম্প্রসারণ (Extension) করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। নিজস্ব তহবিলে সেতু ভবনের আরো দু'টি তলা সম্প্রসারণ করা হলে মুক্তারপুর ও পদ্মা সেতুর বিশেষজ্ঞ যবসেক এর বর্ধিত জনবলের জন্য প্রয়োজনীয় Office Space সেতু ভবনেই ব্যবস্থা করা যাবে; এর ফলে বিশেষজ্ঞদের জন্য প্রতিমাসে অফিস ভাড়া বাবদ যে খরচ হচ্ছে তা সাশ্রয় হবে। নির্বাহী পরিচালক আরও জানান যে, সেতু ভবনটি কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং বর্তমানে স্থাপিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের কর্মক্ষমতা অনুযায়ী ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ ৪৯৪.০৩ লক্ষ টাকার আনুমানিক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে এ খাতে ২.০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা আছে। পরবর্তী অর্থ বছরে এ খাতে অবশিষ্ট টাকার সংস্থান রেখে তা সমন্বয় করা হবে।

আলোচনা শেষে এ বিষয়ে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং উক্ত নির্মাণ কাজের জন্য আনুমানিক ব্যয় ৪৯৪.০৩ লক্ষ টাকা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য এক্সটারনাল অডিট ফার্ম নিয়োগ।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য এক্সটারনাল অডিট ফার্ম নিয়োগের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৯৮ সালে সংশোধিত)-এর ১৮(২) নং উপ-ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের প্রতি আর্থিক বছরের হিসাব ২টি চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত হওয়ার বিধান আছে। উপ-ধারা ১৮(৪) অনুযায়ী আর্থিক বছর সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে হিসাব নিরীক্ষার কাজ সমাপ্ত করার বিধান রাখা

হয়েছে। জেএমবিএ'র বোর্ডের অনুমোদনক্রমে চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয়। বিগত ৫০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি এক বছর পর বর্তমানে নিয়োজিত ফার্ম দুটির মধ্যে একটি পরিবর্তন করতে হয়। বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছর থেকে কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষিত হচ্ছে।

নির্বাহী পরিচালক আরও জানান যে, গত ৭৫তম বোর্ড সভায় ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য 'আলম চৌধুরী মোস্তফা এন্ড কোম্পানী' ও 'হাওলাদার ইউনুস এন্ড কোম্পানী'-কে নিয়োগ দেয়া হয় এবং একইসাথে তাদের ফি পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ৫০,০০০/- টাকা (প্রতিটি ফার্মের জন্য) নির্ধারণ করা হয়। ফার্ম দু'টি ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার কাজ সমাপ্ত করেছে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। বর্তমানে অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ২০০১-২০০২ ও ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের কর্তৃপক্ষের হিসাব অনতিবিলম্বে নিরীক্ষার জন্য মোট ৪টি চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফার্ম নিয়োগ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার জন্য ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে হাওলাদার ইউনুছ এন্ড কোং ও রহমান রহমান হক-কে এবং ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে রহমান রহমান হক ও হুদাভাসী চৌধুরী এন্ড কোং-কে নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবিধ-১ ঃ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশান (সিপিএ) সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দের স্পাউজদের যমুনা সেতু এলাকা পরিদর্শনকালে আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, অক্টোবর ৪-১২, ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় ৪৯তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশান (সিপিএ) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দের স্পাউজদের ০৯ অক্টোবর, ২০০৩ তারিখে যমুনা সেতু পরিদর্শনের কর্মসূচী (স্পাউজ ট্যুর প্রোগ্রাম) রয়েছে। পরিদর্শন কর্মসূচীটি সাফল্যজনকভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যমুনা সেতু এলাকায় ১৫০ জন অতিথিবৃন্দের চা-নাস্তা, লাঞ্চ এবং আনুষংগিক খরচ বাবদ ২.০০ (দুই লক্ষ) টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যবসেক-এর চলতি রাজস্ব বাজেটে আপ্যায়নের খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান আছে। বিভিন্ন খাতে যবসেক-এর আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মাত্র ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অনুমোদন দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে বোর্ডের চেয়ারম্যানের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

আলোচনান্তে এ বিষয়ে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশান (সিপিএ) সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দের স্পাউজদের যমুনা সেতু পরিদর্শনকালীন আপ্যায়ন ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য ২.০০ (দই লক্ষ) টাকা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বিবিধ-২ ঃ যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ২য় **Operation & Maintenance Operator** নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য একজন সিনিয়র আইন উপদেষ্টা নিয়োগ প্রসঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ২য় Operation & Maintenance (O&M) Operator নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য একজন সিনিয়র আইন উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি সভায় পেশ করেন। তিনি জানান যে, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যবসেক-এর ৭৬তম

বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক PT Jasa Marga and Net One Solution Ltd. এর Bid Security বাজেয়াপ্ত এবং দরপত্র বাতিল করে ২য় O&M Operator নিয়োগের জন্য নতুন দরপত্র আহবান করায় PT Jasa Marga and Net One Solution Ltd. ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন ৫৯৮৪/২০০৩ দাখিল করে। উক্ত রীট পিটিশনের প্রেক্ষিতে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখ মহামান্য হাইকোর্ট রায়ে PT Jasa Marga এর Bid Security বাজেয়াপ্ত এবং দরপত্র বাতিল করে নতুন দরপত্র আহবানের বিষয়ে ব্যাখ্যা আগামী ১২ অক্টেবর ২০০৩ তারিখের মধ্যে প্রদান করার জন্য যবসেক-কে নির্দেশ প্রদান করেছে। মহামান্য হাইকোর্ট একই রায়ে আগামী ২৫ অক্টেবর ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত PT Jasa Marga এর দরপত্র বাতিলসহ Bid Security বাজেয়াপ্ত এবং যমুনা সেতুর O&M Operator নিয়োগের Fresh Tender আহবানের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে।

তিনি আরও জানান যে, মামলাটি পরিচালনার জন্য যবসেক-এর আইন উপদেষ্টা জনাব সাইদুর রহমান-কে দায়িত্ব প্রদান করে ইতোমধ্যে যবসেক হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বর্তমান O&M Operator জোমাক লিঃ এর দায়িত্ব বর্ধিত সময় অনুযায়ী আগামী ১৯ জানুয়ারী ২০০৪ তারিখে শেষ হবে। যমুনা সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল সংগ্রহ একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নতুন O&M Operator নিয়োগের লক্ষ্যে মামলাটি জরুরী ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে যবসেক-এর আইন উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। যমুনা সেতুর নতুন O&M Operator নিয়োগের বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে যবসেক এর আইন উপদেষ্টা মামলাটি জরুরী ভিত্তিতে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একজন সিনিয়র আইন উপদেষ্টা নিয়োগের পরামর্শ দেন। যবসেক-এর নিয়োজিত আইন উপদেষ্টা সিনিয়র আইন উপদেষ্টার সঙ্গে মামলা পরিচালনার কাজ করবেন।

আলোচনার পর এ বিষয়ে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ২য় O&M Operator নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য সিনিয়র আইন উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

BDM-76_59

পরিশিষ্ট-ক

০২ অক্টোবর, ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠেয় যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৭তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা।

নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
	সদস্যগণ ঃ	
১.	মেজর জেনারেল এস, এম, ইকরামুল হক, চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা।
২.	জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (সচিব বিদেশ থাকায় তাঁর পরিবর্তে অতিরিক্ত সচিব সভায় অংশগ্রহণ করেন)	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩.	জনাব এহসান শামীম, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪.	জনাব মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
৫.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব	জ্বলানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৬.	জনাব দেওয়ান জাকির হোসাইন, যুগ্ম-সচিব	বিদ্যুৎ বিভাগ, ঢাকা।
৭.	জনাব শরীফ তৈয়বুর রহমান, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮.	জনাব এস, ওয়াই, খান মজলিশ, বিভাগীয় প্রধান	পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৯.	জনাব মোঃ আতাউর রহমান, উপ-সচিব	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০.	জনাব এস, বি, আই, এম শফিক-উদ-দৌলা, উপ-সচিব	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
	সহায়তাকারী কর্মকর্তা ঃ	
১১.	জনাব মোঃ ইউসুফ জাহাঙ্গীর সিকদার, পরিচালক (প্রঃ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১২.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৩.	জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা, পরিচালক (পিএন্ডএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৪.	জনাব মাঈজউদ্দিন আহমদ জায়গীরদার, প্রধান প্রকৌশলী	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৫.	জনাব মোঃ জুলফিকার হায়দার, অতিরিক্ত পরিচালক (কারিগরী)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৬.	জনাব বিকাশ চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক (পুনর্বাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৭.	জনাব মোহাঃ আবদুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (পিএন্ডএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।